খামার

সম্পাদকীয়

দেশে আধুনিক কসাইখানা নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং এর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত

বাংলাদেশের মাংস উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত সেকেলে ধরনের, এ কারণে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে গবাদিপশুর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ দ্রুত মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এবং গবাদিপশু/পাখির মধ্যে বিভিন্ন জনোটিক রোগ ইতোমধ্যে দেশে ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে জলাতঙ্ক, এনথ্রাক্স, টিটেনাস এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। এগুলো নতুন করে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এসব জনোটিক রোগ ছড়ানোর অনেক কারণের মধ্যে রয়েছে দেশে এখনও যত্রতত্র (হাটেবাজারে, গঞ্জে, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌর পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ সদরে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায়) খোলা পরিবেশে পশু জবেহ হচ্ছে এবং এগুলোর বর্জ্যের সুষ্ঠু সৎকার বা পরিচ্ছন্নকরণ ব্যবস্থার প্রতি চরম অজ্ঞতা এবং অবহেলা রয়েছে।

দেশে গবাদিপশু/পাখি জবেহের সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত কসাইখানা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌর পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং মহানগর এলাকায় সিটিকর্পোরেশনের মাধ্যমে স্থাপন করা গেলে/পাশাপাশি কসাইখানার একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে তা ওর্য়াল্ড হেলথ ওর্গানাইজেশন এবং ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল ওর্গানাইজেশনের সহযোগীতায় স্থাপন করা হতো। তাহলে এ সমস্ত আধুনিক কসাইখানার মাধ্যমে শুধু মাংস খাদ্যের নিরাপত্তায় বিধান করাই হতো না বরং এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সারাদেশব্যাপী জবেহকৃত পশুপাখির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনেক স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে করা যেত, অপরদিকে দেশে প্রাণীর মাধ্যমে মানুষে ছড়ানো রোগগুলো অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকতো। তেমনি প্রাণী বর্জ্য থেকে একদিকে যেমন বায়োগ্যাস, ব্লাডমিল (পশু/পাখির রক্ত থেকে) তৈরি করা যেত, তেমনি পশু/পাখির নাড়ি/ভূড়ি থেকে অনেক প্রাণী খাদ্য উপাদান তৈরির সম্ভাবনাও অনেক গুণ বেড়ে যেত।

বিজ্ঞানসম্মত একটি আধুনিক কসাই খানা জার্মান কারিগরি সহযোগীতায় ইদানিং গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে পশু জবেহের পর পশুর বর্জ্য যেমন রক্ত, নাড়ীভূড়ি এবং পাকস্থলীর মধ্যে থাকা বর্জ্যসমূহ একটি সমন্বিত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একই কাঠামোর অধিনে রক্ত থেকে ব্লাড মিল, নাড়ীভূড়ি থেকে পশুখাদ্য উপাদান, পাকস্থলীর বর্জ্য থেকে গ্যাস ও সার উৎপাদিত হচ্ছে। একটি গরুর রক্ত থেকে ১-৩ কেজি ব্লাড মিল পাওয়া যায় যা মৎস্য এবং পশুর খাদ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। এর ফলে বছরে সারা দেশে প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন ব্লাড মিল উৎপাদিত হবে। পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশ ঠিক থাকবে, অন্য দিকে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাণী বাহিত মানুষের রোগসমূহ নিয়ন্ত্রিত হবে। গাজীপুরের মতো দেশের সকল পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশনে এমন আধুনিক কসাইখানা নেটওয়ার্ক যদি সরকার কর্তৃক স্থাপন হয়। তবে দেশে পশুর বর্জ্যজাত পশুখাদ্যের উপাদানসমূহ যেমন উৎপাদিত হবে, অন্য দিকে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস উৎপাদনের পর পশুবাহিত রোগগুলোও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশে পরিবেশবান্ধব, সাস্থ্যসম্মত, বিজ্ঞানমুখী একটি জাতীয় কসাইখানা নেটওর্য়াক একদিকে যত্রতত্র পশুজবেহ যেমন কমাবে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের নেটওয়ার্ক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের অবক্ষয়রোধে বিরাট ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ ধরনের আধুনিক জাতীয় কসাইখানা নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প সহজেই গ্রহণ করতে পারে। যা হবে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহের এবং নিরাপদ পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।